ব্যথা ও বেদনা

BANGLADARSHAN.COM

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ব্যথার ব্যাপ্তি

যুগ যুদ ধরি’ এ পৃথিবী সাথে
ছিল মোর পরিচয়,
নতুবা হৃদয় সুদূর ব্যথায়
এত কি কাতর হয়?
যত বেদনার যত ইতিহাস পড়ি,
জন্মান্তর-জীবন কি মোর স্মরি?
বুক নিঙারিয়া সেই পুরাতন
অশ্রুধারা যে বয়।

২

তেমনি তীক্ষ্ণ, তীব্র কঠোর
আঘাত করে যে দান,
উপশম কিছু হয় নাই তার
হয় নাই অবসান।
দেশের জাতির যুগের বাহির দুখ,
দেয় একই ব্যথা–নিপীড়িত করে বুক,
পৃথিবী ততই ক্ষয়ে গেল–দেখি
তাহার নাহি তো ক্ষয়।

৩

তবে কি আমরা একই বুকের
যৌথ অংশীদার,
যে বুকেতে ডোবে ভাসে রবিশশী
বহে প্রেম-পারাবার?
অল্প তো নয় এ ব্যথা নয় তো কাছে
ইহাতে যে দেখি ভূমার পরশ আছে
বহু ব্যবধান বিবিধ বিভেদ
তবে কি কিছুই নয়?

BANGLADARSHAN.COM

৪

এখই পাত্রে সুধা খাই মোরা
একই পাত্রে বিষ,
এক সাথে আছে হরি হর হয়ে
আমাদের জগদীশ।
জানায় অচেনা লাগি’ এ যাতনা ভোগ,
পরস্পরের সুনিবিড় সংযোগ
আত্মার এই আত্মীয়তার
পীড়নই মানুষ সয়।

BANGLADARSHAN.COM

ব্যথার দাগ

রোপণ করেছে
পোষণ করেছে
করেছে যে বর্ধিত,
হে তরু তোমার
কোথায় তাহার
চিহ্নও দেখিনা তো!
আঘাত করেছে
যে তোমারে, বাপু
শাণিত ছুরিকা দিয়া–
দাগগুলি তার
বেশ তো রেখেছ
আজও দেখি জিয়াইয়া!

BANGLADARSHAN.COM

বেদনা

দেখিতেছি পড়ে পুরাতন দিনলিপি–
আনন্দ চেয়ে বেদনা দীর্ঘজীবী।
মিলায় না ব্যথা হারায় না ব্যথা
গতি তার বহুদূর–
তা'রা যেন রাগ রাগিনী, তাহারা সুর।
অঙ্গে কি দাগ রাখে হেমকার
আভরণ শত শত?
শুকাতে চায় না কুশাঙ্কুরের ক্ষত।

২

শত রাজসূয় যজ্ঞের চিনা নাহি–
ক্রৌঞ্চের ব্যথা হয়েছে চিরস্থায়ী।
সুখের কাহিনী ত্বরা মুছে যায়
সহজেই হয় হারা,
উৎসব-গৃহে পুরাতন বসুধারা।
কোন জাদুকর আদ্র মাটিতে
ব্যথার পুতুল গড়ি'–
দীর্ঘশ্বাসে রাখে মর্মর করি'।

৩

স্বর্গপ্রাপ্তি দুখের সহজ নয়–
তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।
গাত্রে তাহার নিত্য আঘাত
চক্ষে তাহার জল,
ভুগিতে যে হয় তাহার কর্মফল।
সুখ লভে অতি সহজে স্বর্গ
মোক্ষ ও নির্বাণ,
ধুলাই ধরাই সব বেদনার স্থান।

BANGLADARSHAN.COM

৪

দেবতারা বুঝি ব্যথিতেরে ভালোবাসে
সদয় হৃদয় তাই এ ধরায় আসে।
স্বর্গে তাহারা বেদনা পায় না
কাঁদিতে পায় না বলে’
হেথা বারবার এসে কেঁদে যায় চলে।
বৈজয়ন্ত চঞ্চল যবে
বাজে বেদনার বেণু–
ক্ষরে সুধাধারা–ঝরে পারিজাত-রেণু।

BANGLADARSHAN.COM

অবজ্ঞা

নমি অবজ্ঞা, তোমারি আদর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে,
বনের ফুলকে এমন করিয়া আঁধারে ফুটাবে কে?
খর দৃষ্টির আলোক রুদ্ধ করি'
তব আলেখ্য লও অলক্ষ্যে গড়ি'
সাগরের তলে মুক্তাকে ভর অতুল মাধুর্যে।

২

প্রতিভাকে রাখে কণ্টকে ঢাকি' তোমার আবেষ্টনী
খ্যাতি প্রতিষ্ঠা দূরে সরে যায় তুচ্ছ তাহারে গণি'।
জানে ধ্যানী জ্ঞানী সাধু শিল্পীর দল,
সব সাধনায় তুমি সেরা সম্বল,
আশীবিষ হয়ে আগুলিয়া রাখো উজল মাণিক্যে।

৩

BANGLADARSHAN.COM

আন কবীরের কুটীরের দ্বারে কামিনী ও কাঞ্চন,
কুঞ্চিত-নাসা এসে ফিরে যায় সাবধানী লোকজন।
গজমুক্তারে রাখ কঙ্করে ঢাকি'
দিতে পাখীদের লুব্ধ আঁখিরে ফাঁকি,
'যক' দিয়ে রাখ বর্ধনশীল তুমি ঐশ্বর্যে।

অবজ্ঞাত

হাঁটার পথে অনেক কাঁটা, আঘাতও পায় শত শত–
অগাধ তাহার সহিষ্ণুতা–অনটন তার অবিরত।
ব্যাকুল ডাকে কী যে মধু
যে জানে আর পায় সে শুধু
আমার চোখে তাহার জীবন রামপ্রসাদের গানের মতো

২

ভোগই তাহার ত্যাগ যে খাঁটি–গানই তাহার উপাসনা,
কাছে থাকি সদাই তাহার, কাছে থাকি হয় কামনা।
গোমুখীর এই উৎসমুখে
কী প্রশান্তি আসে বুকে
চন্দমৌলি প্রদক্ষিণে পুণ্য লোভে আনাগোনা।

৩

BANGLADARSHAN.COM

অবজ্ঞা ও অবহেলার তুষার বেড়া ভালোই থাকে,
ক্বচিৎ কেহ দেখে তাহার আড়ম্বরহীন তপস্যাকে।
পাথর সম আছে পড়ি,’
শিব বুঝি হয় এই পাথরই–
আগে থেকে পরশ করি–প্রণাম করে রাখি তাকে।

অভুক্ত

ভোগের তৃপ্তি ক্ষণিক—তাহাতে কখনো ভরে না বুক,
ভোগ না করিয়া ভোগের তৃপ্তি রয়ে যায় যুগ যুগ।
অন্ন তো বহু খেয়েছি জীবন ধরি'
কত আয়োজন কত পরিপাটী করি,
কিন্তু কদিন স্মরি তার কথা? স্মরিয়া কি পাই সুখ?

২

একটি দিবস মুখের অন্ন দিয়াছিনু ভিখারীকে,
তার আনন্দ তাহার তৃপ্তি এখনো রয়েছে টিকে
আজও কত দিন এ জীবনসন্ধ্যায়,
জাগে সেই স্মৃতি স্ফুট শেফালির প্রায়,
অন্নকে দেয় কি এক মহিমা প্রিয় করে অবনীকে

৩

আর্তে দিনু উষ্ণ বস্ত্র নহে তা মোটেই দামী—
তার উষ্ণতা দারুণ পৌষে এখনো যে পাই আমি।
করিনু যা ভোগ তাহা তো নষ্ট হল,
তুচ্ছের স্তূপে তুচ্ছই মিশাইল।
দিলাম যেটুকু তাই মধুময় রহিয়াছে দিবাযামি।

৪

কী ক্ষুদ্র ত্যাগে কত আনন্দ—যাঁহারা সর্বত্যাগী—
কী ভূমানন্দ, কত সন্তোষ কী সুখের তাঁরা ভাগী
পৃথিবীকে যারা পেয়ে করিল না ভোগ
তাহাদেরি লাগি' চির অমৃতলোক,
তাঁরাই ভক্ত, ভগবান নিজে তাঁহাদের অনুরাগী।

৫

ত্যাগ করি' কেহ হয় না বিরত অফুরন্ত সে ধন,
পরশমানিক পরশ করে না গোস্বামী সনাতন।
রঘুনাথ দাস করি' ভোগ পরিহার,

BANGLADARSHAN.COM

নীলমণি-ধনে ভরিলেন ভাণ্ডার,
অস্থায়ী আর ক্ষণিক যা ছিল হল তা চিরন্তন।

৬

সুধ্য ত্যজি' শিব গরল খেলেন, সে তো সুভোগ্য নয়,
তবু সুন্দর দেবাদিদেবের সব অমৃতময়।
হয়নি দেবতা কই সুধা-পান হেতু,
গ্রহ হইয়াই রহিলেন রাহু কেতু–
জীবন ত্যজিয়া দধীচি পেলেন জীবন জ্যোতির্ময়।

BANGLADARSHAN.COM

অনিমন্ত্রিত

স্থান নাহি আর অঙ্গনেতে স্থান যে নাই,
ভরলে বাড়ী অনাহুতের দল রে, ভাই!
নিমন্ত্রণের পত্র তারা চায়নাকো–
সৌখ্য এতই তাড়িয়ে দিলে যায়নাকো।
নয়কো এরা খোপের কপোত পোষমানা,
সোহাগ করে ডাকলে কাছে আসবে না।
এ সব তরু রুপলে পরে হয়নাকো,
এ সব ছবি তুলির ভরও সয়নাকো।
শ্রাবণ নভে মেঘের মতো আসলো রে,
বুনো হাঁসের বহর জলে ভাসলো রে।
একেবারে এলো হাজার বনটিয়ে
দুর্বাসার যে দশটি হাজার শিষ্য হে।
শাকান্নের যে কথাই শুধু ভাবছি গো,
ডাকছি ‘লজ্জা নিবারণে’ই ডাকছি গো।

BANGLADARSHAN.COM

ঠকালো যাহারা

ঠকালো যাহারা করিল পীড়িত চঞ্চল যারা মন,
ব্যথা কমে ভাবি তাদিকে আপন জন।
নেহাৎ অসৎ নহে কো–না হোক সৎ,
আমাকে ঠকানো ভাবিয়াছে নিরাপদ
এড়াতে হয় তো বহু লাঞ্ছনা–দারুণ বিড়ম্বন।

২

যাতনা দিয়ে কি রোধ করা যায় যাতনার বাড়া কমা?
বুক যে জুড়ায় করা যায় যদি ক্ষমা।
এখন দেখেছি ঠকাও যায়নি বাজে
ভবিষ্যতের আনন্দ হয়ে রাজে,–
যাহা খোয়ায়েছি তার বহুগুণ অজ্ঞাতে হল জমা।

BANGLADARSHAN.COM

৩

ঠকায়ে ঠকেছে–বড়ই লজ্জা হয়তো পেয়েছে মনে–
মরম-বেদনা সহেছে সঙ্গোপনে।
বেসেছিল মোরে ভালো–তা যাবে কি বৃথা?
এ অপব্যয় করার আত্মীয়তা–
এ সকল দাগ মিলাইয়া যায় মমতার পরশনে।

৪

বেশী আপনার ভাবিলে তাদিকে মোটেই রহে না ব্যথা,
ঠকার কাহিনী হয়ে ওঠে রূপকথা।
মনের এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত–
পোষা ময়নার লাগে ঠোকরের মতো,
দংশনের সে রূঢ়তা রহে না আনে যেন কোমলতা।

৫

গাল পুড়ে যায় কতদিন দেখি বেশী চুন হলে পানে,
দাঁত জিভ কাটে সকলেই উহা জানে।

ফল ছাড়ানোর ছুরিতে এ হাত কাটা,
পথ চলিবার বসনে এ চোরকাঁটা,
ছেঁড়া তার এরা নূতন মোচড় দেয় সেতারের কানে।

BANGLADARSHAN.COM

পথে

‘প্রহরী রয়েছে দ্বারে, সুন্দর বাড়ীখানি–
ওই যে জাগিছে পাশে–মনে হয় চিনি জানি।
কত গ্রাম পাড় হয়ে আমরা তো আসি যাই,
তার মাঝে এই গ্রাম কেন ভালো লাগে ভাই?’
বুড়া ভৃত্যের সাথে কথা কহে ধীরে ধীরে
চলেছে একটি শিশু ছাতাটিও নাই শিরে।
বুড়া বলেনাকো কথা সে যে ভালো করে জানে,
কার ছিল ওই বাড়ী কারা ছিল ওইখানে।
এই পথ ঘিরে সেই উৎসব রোশনাই
শিশু যেতে পারে ভুলে, ভুখন তো ভোলে নাই।
দারুণ নিয়তি ফেরে পর হয়ে গেছে বাড়ী,
কমলা-বিমুখ, আজ বিকায়েছে জমিদারি।
তবু ‘শালোঙা’ গ্রামে রায়েদের নামে গাঁথা,
তাঁদের তনয়ে হেরি’ কে না পাবে বল ব্যথা?

BANGLADARSHAN.COM

প্রণমিছে দুই পাশে গ্রামবাসী হেরি’ তায়,
বুঝিতে না পারি’ শিশু ভুখনের পানে চায়।
কপালেতে দেয় হাত কাতর ভুখন আজ,
শত দুখ-আলাপন হয়ে যায় তারি মাঝ।
জানিনে বুঝিল কিনা শিশু এ সবার মানে–
কই, একটিও কথা পশেনি তো তার কানে?

গ্রাম পার হয়ে শুধু বালক বলিল, ‘ভাই
চোখেতে পড়েছে কুটা দেখ, জল আসে তাই।’
বুড়া বলে, ‘ওরে শিশু, কে তোরে শিখালো ছল–
আয় দাদা, আয় কোলে, কাঁদিলি কেন রে বল্?’
‘কই, কাঁদি নাই আমি’ শিশু বলে বারবার,–
বুড়া নিজ আঁখিজল থামাইতে নারে আর।

গৃহদাহ

পুড়ে গেছে গৃহখানি গৃহে আর ঢোকেনি,
ছেলে লয়ে কোথা রবে রজনীতে দুখিনী।
পুড়ে গেছে কাঁথাগুলি, কিসে শীত কাটাবে?
আদরের গাভীটিকে কার ঘরে পাঠাবে?

২

পড়িয়াছি দহনের কত কথা অতীত,
ভস্মত হল কত নগরী যে প্রোথিত।
কত যে কনকপুরী পুড়িয়াছে অনলে,
আজও বুক কেঁপে উঠে সে কাহিনী শুনালে।

৩

এতো শুধু পোড়ে নাই ভাঙা ঘরখানি গো,
রাজ্য পুড়েছে গোটা–গোটা রাজধানী গো
পুড়িয়াছে হাতী ঘোড়া–বণিকের খেলনা
রাজপুরে এর বেশি কী থাকিবে বল না?

৪

পুড়েছে ‘প্রথম ভাগ’ কাঁদে ছেলে আছাড়ি’
দপ্তর পুড়ে গেছে কত সয় বাছারি।
কে নিঠুর পোড়াইল–দিল হেন দাগারে–
এ আলেকজান্দ্রিয়া পুস্তক-আগারে।

BANGLADARSHAN.COM

সাজানো ঘর

সযতনে বধূ সাজায় তাহার ঘর
ছোট ঘরখানি সাজায় মনের মতো,
সব সুন্দর, সব করে ঝরঝর,
দেখবার মতো জিনিস সেখানে কত।

২

খেলার পুতুল, আয়না, আলনা, ঘড়ি,
চায়ের পেয়ালা, গন্ধ নানান জাতি,
ক্রীম, পাউডার, মাজন, সূতা ও দড়ি,
পশমের ছবি, তুলার শুভ্র হাতী।

৩

কত পাড়, নানা রঙের রঙিন শাড়ী–
বাক্সে বাক্সে সাজানো গহনা সব।
কার্পেট কত নকশার বলিহারি–
ঘরেতে চলেছে নিত্য মহোৎসব।

BANGLADARSHAN.COM

৪

বধূর পড়িল মরণের পারে ডাক–
আলোঘর হতে কেটে গেল বিদ্যুৎ,
মৌমাছি-হারা পড়ে আছে মৌচাক,
ফুলধনু-ছিলা কেটে দিল শিবদূত।

৫

বাসর আজিকে হইয়াছে জাদুঘর,–
সূর্যমণি যে ঝরেছে দুপুরবেলা,
বিস্মৃতি সম জমিছে ধূলার স্তর–
সাজালো যে ঘর–যে ঘরে হলনা খেলা!

পাঠবন্ধ

আজিকে হঠাৎ পেয়েছে খবর
কাকার নিকট থেকে,
পড়াতে তাহারে পারিবে না আর
টাকা দিয়ে দূরে রেখে।
অধোমুখে তাই বসে আছে সতু
আঁখি ভেসে যায় জলে,
ম্লান হয়ে গেছে চাঁদমুখখানা
কারেও কিছু না বলে।
সজীব হইয়া প্রতি বইখানি
প্রণয়ী সখার মতো,
সুমুখে তাহার বসিয়া রয়েছে
কহিতেছে কথা কত।
বই-খাতা দেখি সে কি কাতরতা
জাগিছে তাহার মনে,
বাবা নাই তার কাকা বুঝি তারে
পাঠালে নির্বাসনে।
এত দূর হাঁটি সিংহ-দুয়ারে–
এসে ফিরে যেতে হায়,
পরাণ তাহার ব্যাকুলি' উঠেছে–
প্রতি পদ বাধা পায়।
ওমা বীণাপাণি, অভাব-পীড়নে
যে জন তোমারে ছাড়ে,
বেদনা তাহার বেজে কি উঠে না
তোমার বীণার তারে?
তুমি তারে যেন কোলে তুলে নিয়ো
ভুলোনাকো কোনো মতে–
মানসযাত্রী যে মরাল তব
পড়িয়া রহিল পথে।

BANGLADARSHAN.COM

কথার ব্যথা

মা-মরা মেয়েটি আসিত মোদের বাড়ী,
সাত বছরের—তবু চটপটে ভারি।
মাথাটি করিয়া নীচু,
খাবার চাহিত কিছু,
পেলেই তখনি দাঁড়াত না আর—চলে যেত তাড়াতাড়ি।

২

প্রতি প্রাতে আসি' রুধিয়া দাঁড়াত দ্বার,
নড়ে না, সরে না, সাধিলেও বারবার।
বলিলাম, 'ওরে হাবি!
কেন তোর এত দাবী?
নিত্য আসিল, কাল থেকে যেন দেখিনাকো হেথা আর

৩

মলিন মুখে সে বলিল আমারে দেখে—
'আজ যেতে দাও—আসিব না কাল থেকে।'
দুটি তার ছোট কথা
জাগাল কি ব্যাকুলতা,
দিন-রাত ধরে তোলপাড় করে মন যেন তার লেগে।

৪

পরদিন খুকী আসে নাই আর প্রাতে,
পাখিগুলা যেন সরে গেছে তার সাথে।
সমীরণ থেকে থেকে,
বলিছে আমারে ডেকে,
'ভিক্ষা তো নয়—পূজা নিতে আসে, রাগ কেন কর তাতে?'

৫

ওই কথা বলি' নদী ছুটে চলে যায়,
পদ্মের সুখ ভরা যে ওই কথায়।
ছোট্ট একটি মেয়ে

BANGLADARSHAN.COM

ছিল কি জগৎ ছেয়ে?
ভিখারিণী তবু–সকল জিনিস বাঁধা তার মমতায়।

৬

স্বস্তি পাইনে–ডাকিয়া আনিনু তারে,
তেমন হাসিয়া দাঁড়াল আসিয়া দ্বারে।
বলিলাম, ‘এত দিন
জমে গেছে বহু ঋণ
বুঝছিস হাবি’, মোর চোখে জল–সে হাসি থামাতে নারে

৭

শাক্ত কিংবা ভক্ত আমি তো নহি,
তবুও নিজের মনের কথাই কহি।
কন্যা হোক সে যারই
মূর্তি মা গিরিজারই
সকল মেয়েই উমা কি গৌরী, সবাই ব্রহ্মময়ী।

BANGLADARSHAN.COM

স্থানাভাব

কুক্ষণে বিধি লিখেছিল মোর ভালে–
স্থানাভাব মোর ঘুচিল না কোনো কালে।
ধান রাখিবার ঠাঁই কোথা পাই?
ধনীর বাড়ীতে বেঁধেছি ‘মড়াই’
টাকাগুলা সব রেখে দেছি টাকশালে।

২

জহরৎ সব রাখি জহুরীর কাছে–
জানিনাকো আমি কার মনে কী যে আছে
মোটর কখানা সাহেবী দোকানে–
রেখে দিই–ভালো থাকিবে ওখানে,
জাহাজটা রাখি খিদিরপুরের খালে।

BANGLADARSHAN.COM

৩

দুইখানা রেখে বেবাক কাপড়গুলি–
‘মিলের’ গুদামে–দোকানেতে দিই তুলি’।
ময়দা ও ঘৃত পাছে খায় পরে–
জমা রেখে দিই মাড়োয়ারী ঘরে,
মোর হাতী ঘোড়া চরে রাজাদের পালে।

৪

স্থল এক ভাগ, তিন ভাগ যেথা জল,
স্থানাভাব সেথা কেন হবে নাকো বল?
দীনবন্ধুই যদি আসে ভাই,
হবে জোর তাঁর পা রাখার ঠাঁই
ওই কথাটাই ভাবি হাত দিয়া গালে!

অলসের অভিযোগ

জলকে কেবল জল করিয়াছি–
করিলে না কেন শরবত?
শিলার বদলে ক্ষীর দিয়ে কেন
গড়িলে না তুমি পর্বত?
আখ থেকে কেন একেবারে প্রভু
তৈরী হল না মিছরি?
রস থেকে হায় জ্বাল দিয়ে দিয়ে
মিছরি করা যে বিশ্রী!
ধানের বদলে কেন করিলে না–
দয়াল চালের ক্ষেত্র?
চানার গাছেতে চানাচুর হলে,
জুড়াইয়া যেত নেত্র।

BANGLADARSHAN.COM

ভাজা মাছ যদি পুকুরে মিলিত
হাওয়ায় মিলিত কুল্‌পী,
মনকে আমার বলিতাম ডাকি
কেমনে দয়ালে ভুলবি?
বিনা চেষ্টায় মিলিত অন্ন
আপনি ফসল ফলতো,
কৃতজ্ঞতায় নয়নের জল
সবারি তখন গলতো।
ইচ্ছায় হয় সকল তোমার
করিতে হয় না কষ্ট,
আমাদিকে কেন খাটায়ে খাটায়ে
করাও সময় নষ্ট?
জগতের পিতা বসিয়া বসিয়া
খাওয়ানো তোমার ধর্ম,
বুঝিতে পারিনে শ্রমের মূল্য,
ঘর্মের কোনো মর্ম।

অসন বসন না যোগায় যদি
রাজ রাজ তব সরকার,
হেন দুর্লভ মানব-জনম–
দিবার কি ছিল দরকার?
কাপাস ফাটিয়া একেবারে কেন
বস্ত্র হল না তৈরি?
বৃষ্টির সাথে মিষ্টি মিশাতে
দিলে নাকো কোন্ বৈরী?
বিপদবারণ শঙ্কাহরণ
তব নাম জয়যুক্ত,
ধরার ধূলিকে সোনা করিলেই
সকল লেঠ তো চুকতো!

BANGLADARSHAN.COM

জরা

বিড়ম্বনা কি অভিশাপ নহে জরা,
জরা ও বিপুল সম্ভাবনায় ভরা।
তাহার প্রধান ভোগই অতীন্দ্রিয়,
যৌবন চেয়ে নহে কম লোভনীয়।
নীরব বহির্জগতের শব্দ,
মুদিত কমলে ভ্রমর আবদ্ধ।
শক্তি তখনো ধরে–
স্মৃতির কোমল স্বর্গে সে পুনঃ
নব মৌচাক গড়ে।

২

জরাই করায় সর্বারম্ভ ত্যাগী,
মানুষকে করে চকোরের সুখভাগী।
তখন কামনা কিছুই থাকে না আর,
কর্মে ও ফলে দুয়ে নাই অধিকার।
পাষাণ হইয়া এ থাকায় আছে সুখ–
রামচন্দ্রের পেতে পারে পদযুগ
দেবীকে রাখে না দূরে–
এ শব-সাধনা নিজ অন্তঃপুরে।

৩

কবে তনু হতে অর্ধমুক্ত মন
অনাস্বাদিত রসের আস্বাদন।
অন্ধকারেও আনন্দে রহে জাগি'
নিশীথ-রাতে সূর্যোদয়ের লাগি'।
এই জীবনের জরা অজ্ঞাতবাস
অভিষেকের সে এনে দেয় আশ্বাস।
শোচ্যা নয় সে নয়–
বিশীর্ণ রেবা প্রত্যাসন্ন
মুক্তির কথা নয়।

BANGLADARSHAN.COM

গুটি ফেটে আহা বাহিরিবে প্রজাপতি
তাহারি লাগিয়া চলিয়াছে প্রস্তুতি।
শিশু গরুড়ের পাখায় আসিছে বল,
সুধার তৃষ্ণা করে তারে চঞ্চল।
সদাগর তার কমায় পণ্যভার
তুফানের পথে পাড়ি তার নৌকার
ভাবে সে ক্ষণেক্ষণ–
ভরা গঙ্গার তরঙ্গে সব
রূপের নিরঞ্জন।

BANGLADARSHAN.COM

রোগ

কাম্য বটে স্বাস্থ্য এবং আয়ু ও আরোগ্য
কিন্তু মাঝে মাঝে তবু ভালোই আসা রোগ গো
জানায় ধরা পান্থশালা
আছে ফিরে যাবার পালা,
ব্যাকুল প্রাণে ভগবানে ডাকার করে যোগ্য।

২

দেয় ভাঙিয়া অভাঙা তেজ অহঙ্কার ও গর্ব–
অতি বড় দর্পী–সেও সহসা হয় খর্ব।
এক দিনেতেই করে সে দীন,
অসহায় আর শক্তি বিহীন,
সোনার ইন্দ্রপ্রস্থে আনে–হঠাৎ বনপর্ব।

BANGLADARSHAN.COM

৩

সেই তো জানায় মহাসিন্ধুর অপর পারের বার্তা,
জানিয়ে দেয় এ দেহটার নওকো তুমি কর্তা।
পাট্টা তোমায় দিল যে রে
কেড়ে নেবে গাঁট্টা মেরে,
চরম পরম সুহৃদ তো সেই শরণ এবং ভর্তা।

৪

নূতন করে জানিয়ে দেয় স্নেহ প্রেমের মূল্য–
গরিব যে সব আপন জনের আত্মীয়তা ভুললো।
কয় দীনতার কী মহিমা
গৌরবের শেষ কোথায় সীমা?
শক্তিমান এক শ্রীভগবান–কে আছে তাঁর তুল্য?

৫

অবিবেকী বিবেক লভে–প্রচণ্ড হয় শান্ত–
চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখায় কী করেছে ভ্রান্ত।
নভস্পর্শী অভিমানে–

সেই তো ধরার ধূলায় টানে,
বহু পাপের পন্থা হ'তে পান্থে করে ক্ষান্ত।

৬

শত্রু এবং মিত্র সকল অবাক তাহার কাণ্ড–
দয়াল সে দেয় বর ও অভয়–ভয়াল সে দেয় দণ্ড।
পুণ্য এবং পাপও স্মরায়
তপ ও প্রায়শ্চিত্ত করায়,
এক হাতে তার গরল এবং অন্যে সুধাভাণ্ড।

BANGLADARSHAN.COM

সমাধির শঙ্কা

কাল কালো তুমি বুলাইছে অবিরাম
মুছিয়া যেতেছে বড় বড় সব নাম।
ঝুটা মুকুতারা গলিয়া হতেছে দ্রব,
ম্লান বিশুষ্ক বিমলিন নিষ্প্রভ।
দাঁড়কাকদের খসিছে ময়ূর পাখা,
কঠিন হয়েছে স্বরূপ তাদের ঢাকা।
ভেবেছিল নিজে জ্যোতিষ্ক সব যারা,
হাউইএর খোল ঝরিছে দীপ্তিহারা–
দগ্ধ পাপের ভুষা–
বাহির হতেছে ভগ্ন হইয়া
দামী মণিমঞ্জুষা।

২

ভীম ঝঞ্ঝার মতন যাহারা উঠি',
নির্মম দিল লক্ষ জীবন টুটি'।
যাহারা দৃপ্ত পশুবলে বলীয়ান,
হরিল দেশের ধন জন মন প্রাণ।
ধ্বংস করেছে, দগ্ধ করেছে নিতি,
বিশিষ্ট ও মহতী সংস্কৃতি,
করেছে জাতিকে অপমান-জর্জর,
শান্তি কি পাবে তাহাদের পঞ্জর?
কিসে রবে নিরাপদ–
অতীত পাপের বিচার যখন
করিবে ভবিষ্যৎ?

৩

দুষ্কৃতিদের জীর্ণ অস্থি অতি,
লাঞ্ছনা হতে পাবে কি অব্যাহতি?
প্রোথিত তাদের পাপদেহ আমি ভাবি
পঞ্চভূতেরা হয় তো করিবে দাবী।

BANGLADARSHAN.COM

বিষাক্ত যারা করেছে ধরিত্রী,
নৃশংসতাই যাহাদের কীর্তি,
ন্যায় সত্য ও যুক্তিকে উপহাসি'
নিরপরাধেরে দিয়েছে দিয়েছে ফাঁসি।
হউক যতই স্ফীত–
বর্বরতার শিকার হইবে
বর্বর গর্বিত।

৪

প্রবল-প্রতাপ 'ফেরোয়া'-গণের 'মমি'
আছে যাদুঘরে এক কোণে আজ জমি'
সমাধি হইতে তোলা নরকঙ্কাল
ফাঁসির মঞ্চে হইতেছে নাজেহাল।
কত সমাধির মর্যাদা অপহৃত,
কত লুণ্ঠিত বিকৃত বিক্রীত।
দস্তীদলের সমাধি এখন ভাবে
ওই সমারোহ রক্ষা কেমনে পাবে?
মৃত জার হয়ে ধূলি–
সাইবিরিয়ার দীন কুটীরের
রোধিতেছে ঘুলঘুলি।

৫

এমন সমাধি রয়েছে আছে ও রবে।
যেথা নতজানু নতশির হয় সবে।
বিলাইয়া গেছে যাহারা অমৃত–
যুগ জাতি দেশ করেছে সমৃদ্ধ।
জগতে তাদের যশ অবিনশ্বর
বৃহৎ হইতে হতেছে বৃহত্তর।
প্রেমে মৈত্রীতে তাহারা দিগ্বিজয়ী–
অক্ষয় হল তাহাদের দেহ ক্ষয়ী।
প্রণমে দণ্ডবৎ–

BANGLADARSHAN.COM

সে সব সমাধি গোটা ধরণীর
অমূল্য সম্পদ।

৬

শুধু অনাগত জনগণ শ্রদ্ধায়
সমাধি তাদের নিরপত্তা যে চায়।
অতি-অপমান ভুলিতে পারে না জাতি–
রাখিবে সে প্রথা রক্তধারায় গাঁথি’,
না গণি’ প্রতিভা কীর্তি এবং বয়ঃ
দর্পী দিতেছে দণ্ড দুর্বিষহ,
বৈজ্ঞানিক যে সভ্যতা এলো দেশে
বর্বরতাই এসেছে সূক্ষ্ম বেশে।
মৃতও পাবে না ক্ষমা–
ফুটিবে তাদের সমাধি উপরে
ভায়লেট নয় বোমা।

BANGLADARSHAN.COM

অন্যায়

মৃগের নাভিতে কেন বিধি তুমি দিতে গেলে এত গন্ধ?
মুক্তা বা কেন দিলে শুক্তিকে?
বুঝি না তো দিল হেন যুক্তি কে?
দিলে পুষ্পকে বর্ণ ও রূপ তদুপরি মকরন্দ।

২

ব্যাঘ্র কেন বা প্রচণ্ড হবে? পশুরাজ হবে সিংহ?
এতই পশম কেন পাবে মেড়?
মাছরাঙা এত রঙিন বেশ?
হুঙ্কার নাহি করিয়া করিবে ঝঙ্কার কেন ভৃঙ্গ?

৩

কমায়ে বটের বিশালতা, কর এড়ণ্ডদলে পুষ্ট।
অবাধ অসম তব কারবার
চলিতে পারে না বেশীদিন আর,
শোষণ পোষণ তোষণ নীতিতে কেহ নহে সন্তুষ্ট।

BANGLADARSHAN.COM

৪

গুণীগণে পাবে কেন চিরদিন পূজা ও অর্ঘ্য-পাদ্য?
গাধাকে কী হেতু করে নাকো দান–
উচ্চৈঃশ্রবা সম সম্মান?
রাজ সমারোহে কেন হবে নাকো ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ!

৫

সব সাধনাই সিদ্ধি যে চায়, ফলাতে হইবে সিদ্ধি।
আলোকের কেন এত প্রাচুর্য?
রবিবারে ছুটি পায় না সূর্য!
কেন ধান পাট সঙ্গে হবে না গঞ্জিকা চাষ বৃদ্ধি?

এক টুকরো কাগজ

আমার মনে পড়ে–
ভবন ভরা ব্যাকুলতা টুকরো কাগজ তরে।
করা হল তাহার জন্য
বাক্স পেট্‌রা তন্ন তন্ন,
কতই বেলা হল–ঘরে অন্ন নাহি চড়ে।

২

সহজ ব্যাপার নয়–
নইলে মায়ের মুখ কি আমার এত মলিন হয়
যদিও নাই চক্ষে বারি–
অশ্রুতে তা বেজায় ভারী,
ভরা শ্রাবণ মেঘের মত কখন যেন ঝরে।

BANGLADARSHAN.COM

৩

সবার মুখই ম্লান–
টুকরো কাগজ হয়ে কি তাই এতই মূল্যবান
অকারণে সজল আঁখি,
মায়ের পানে তাকিয়ে থাকি,
কিসের লাগি' বুকের ব্যথা সরালে না সরে।

৪

যেন মা মোর আজ–
চিন্তা দেবী–পালিয়ে গেছে পোড়া সে শোল মাছ
শ্রীমন্তের কি কনক টোপর–
খুঁজতে মায়ের হল দুপুর,
সাগর সেঁচে যায় না পাওয়া কই সে 'মধুকরে'!

৫

জানতে বড় সাধ–
টুকরো কাগক সে কি কোনো বাদশাহী তায়দাদ?
মায়ের আমার সেই মূরতি

আজও জাগে চক্ষে নিতি,
টুকরো কাগজ দাগ রেখেছে বুকের এ প্রস্তরে।

৬

তাহার পরে ভাই–
পেলেন কিনা টুকরো কাগজ খবর রাখি নাই।
জানতে আমি পারিনি তা
লেখা তাতে কি মন্ত্র–যা
রামপ্রসাদের গানের মত মাকে ব্যাকুল করে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥